ব্যয় বুঝে আয়

বাজেট ২০১৯-২০

কথায় বলে– "আয় বুঝে ব্যয়"।
যে কারণে সাধারণত আয় বুঝে ব্যয় করার কথা বলা হয়।

কিন্তু কিছু কিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যয় বুঝে আয় করি। দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য খরচ অনুযায়ী আয় নিশ্চিত করতে হয়।

সরকারের ক্ষেত্রে সাধারণত পুরোটাই হয়-
ব্যয় বুঝে আয়।

সরকার প্রথমে ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করে, তারপর আয়ের উপায় বের করে।

বাজেটের কত শতাংশ রাজস্ব আয় থেকে অর্থায়ন করা সম্ভব তা নির্ধারিত হওয়ার পর বাকি ঘাটতি অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়।

অর্থবছর ২০১৮-১৯ এর বাজেট ছিল ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। নতুন অর্থবছরে (২০১৯-২০) প্রস্তাবিত বাজেট ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১৮.১ শতাংশ।

প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা, যা অর্থবছর ২০১৮-১৯ এর এডিপি-এর তুলনায় ১৭.১৮ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৭১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

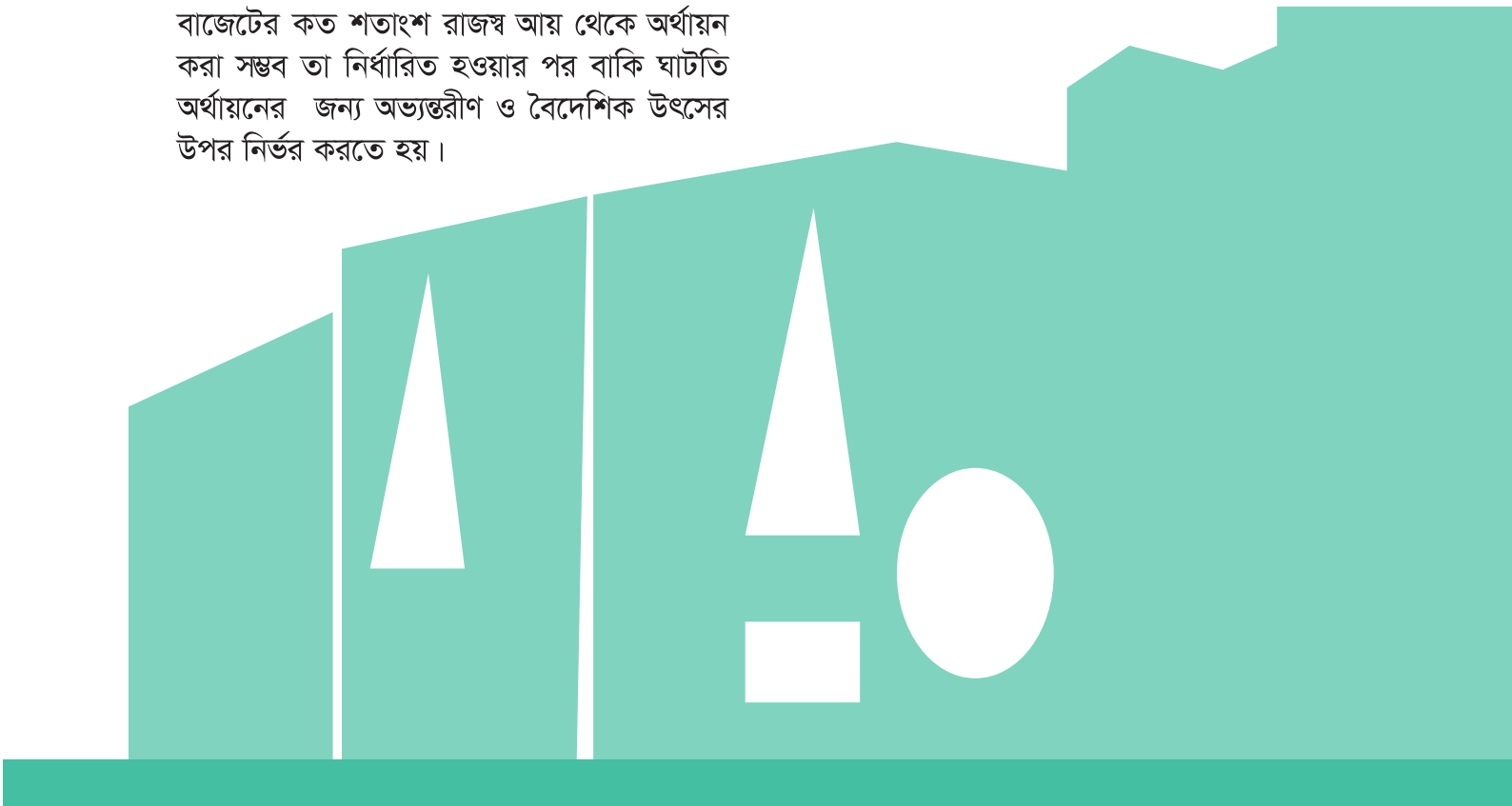

ব্যয় বুঝে আয়

ব্যয়

- অন্যান্য ২১৫৮৭
- ঋণ ও অগ্রিম ৯৩৭
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ১৪৪৮২
- দ্রব্য ও সেবা ৩১৮২৮
- অন্যান্য ২৫৯৩
- অবসর ভাতা ও আনুতোষিক ২৭১১৮
- অনুদান ৪১৩২২
- প্রণোদনা ১০৩৮৫
- ভর্তুকি ৩৩৪৫৭
- অভ্যন্তরীণ ৫২৭৯৫
- বৈদেশিক ৫২৭৩
- পরিবহন ও যোগাযোগ ৫৫২০৭
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি ৩৮২৬৮
- এলজিআরডি ৩২৬২৭
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ২৭৯৩০
- স্বাস্থ্য ১২২৬৭
- কৃষি ১১৩৪৭
- অন্যান্য ২৫০৭৫

পরিচালন ব্যয়

- অন্যান্য ৬৮৮৩৪
- ভর্তুকি/প্রণোদনা/হস্তান্তর ১২৪২৫১
- সুদ পরিশোধ ৫৭০৬৮
- বেতন ও ভাতা ৬০১০৯

উন্নয়ন ব্যয়

- কাবিখা ও হস্তান্তর ২১৮৪
- এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ৩৫১২
- স্কিম ১৪৬৩
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৭২১

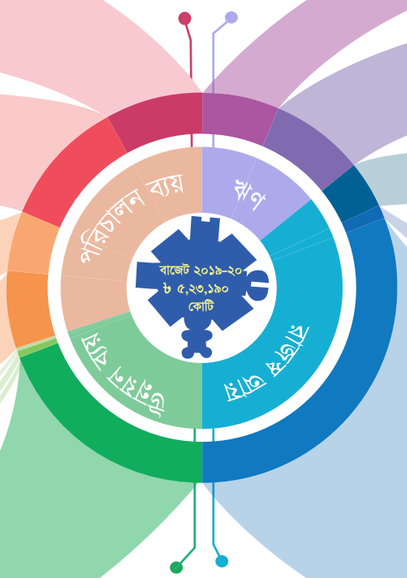

আয়

ঘাটতি অর্থায়ন

- বৈদেশিক অর্থায়ন ৬৮০১৬
- অভ্যন্তরীণ ঋণ ৭৭৩৬৩

আয়

- করমুক্ত রাজস্ব ৩৭৭১০
- এনবিআর বহির্ভূত কর ১৪৫০০
- এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর ৩২৫৬০০

- বৈদেশিক ঋণ ৬৩৮৪৮
- বৈদেশিক অনুদান ৪১৬৮
- ব্যাংক ঋণ ৪৭৩৬৪
- ব্যাংক ব্যতীত ঋণ ৩০০০০
- অন্যান্য কর/ শুল্ক ১৭৩১
- সম্পূরক শুল্ক ৪৮১৫৩
- আবগারি শুল্ক ২২৩৯
- আমদানি শুল্ক ৩৬৪৯৮
- ভ্যাট (মূসক) ১২৩০৬৭
- আয় ও মুনাফা কর ১১৩৯১২

বাজেট ২০১৯-২০

*অংক সমূহ কোটি টাকায়

বাজেট ঘাটতি কীভাবে মিটে?

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ ধরা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরে একই ছিলো।
প্রতি বছরই বাজেটের দুটি আপাত:দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী সমালোচনা হয়ে থাকে--

১. বাজেট বেশি বড়, অর্থাৎ দেশের বাস্তবায়ন সক্ষমতার তুলনায় অত্যন্ত বড়, এবং

২. বাজেট অপর্যাপ্ত, অর্থাৎ অর্থনৈতিক চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম।
এই উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও সরকার প্রতি অর্থবছরেই ব্যয় ও রাজস্ব আয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে সফল হয়। সরকার মূলত দু'টি উপায়ে এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে:

ঋণ/অনুদান

বাজেট ঘাটতি পূরণের একটি প্রক্রিয়া হল আভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি ঋণ বা অনুদান থেকে অর্থায়ন করা। বৈদেশিক সহায়তা মূলত অনুদান বা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ মূলত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য খাত থেকে আসে। যেসব মাধ্যমে ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র দেশীয় ব্যাংকের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় সরকার এই খাতকেই মুখ্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করে।

বাজেট সংকোচন

বাজেটে বরাদ্দ যে খরচ প্রাক্কলন করা হয়, তার সম্পূর্ণ টাকা খরচ হয় না। সাধারণত বাজেটের ৮০-৮৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। বাস্তবায়ন ক্ষমতার অভাব থাকার কারণেও বাজেট সংকোচন হয়ে থাকে। এভাবে বাজেটের পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেও রাজস্ব ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয়ে যায়।

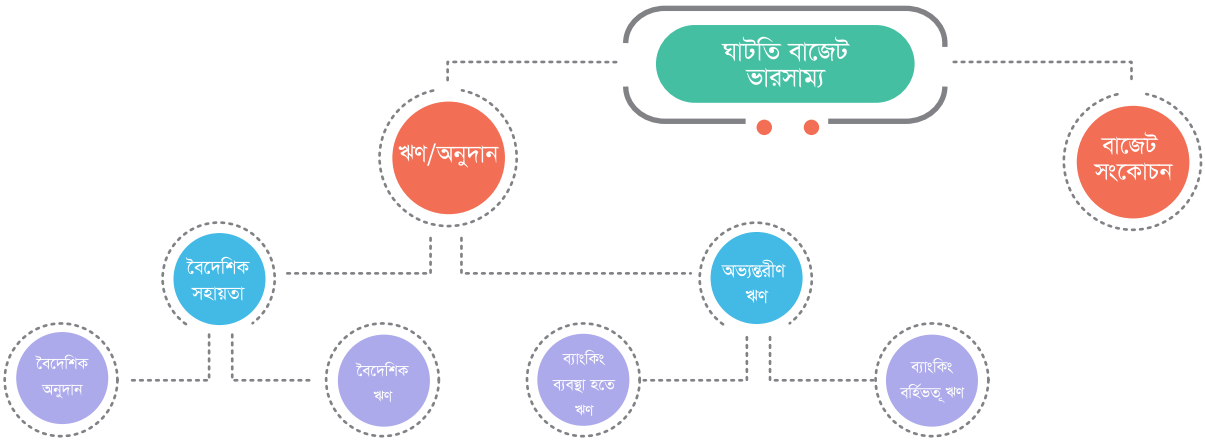

বাজেট যখন শাখের করাত

সরকার যদি বাজেটের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক থেকে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাবে, যা প্রাক্কলিত ঘাটতি বাজেটের সমান অথবা তার চেয়েও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে সরকার যদি ঘাটতি বাজেট কম রাখতে চায় সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কম করতে হয়। তাই ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ কমানোর জন্য আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের ভারসাম্য প্রয়োজন হয়।